খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা-২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	শিরোনাম ও প্রবর্তন	০১
২।	কর্মসূচির পরিধি	০১
৩।	ওএমএস এর উপকারভোগী	০১
৪।	পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান	০১
৫।	ওএমএস ডিলারের যোগ্যতা	০২
৬।	চাল ও আটা বিক্রয় প্রক্রিয়া	০২
৭।	চাল ও আটা উত্তোলন	০৩
৮।	বিক্রয় কেন্দ্রের পরিচিতি	০৩
৯।	মনিটরিং	০৪
১০।	ডিলার সংখ্যা ও নিয়োগ	০৪
১১।	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু	০৫
১২।	গঠিত কমিটিসমূহ	০৫-০৬
১৩।	কমিটিসমূহের কার্যপরিধি	০৬
১৪।	ডিলারশিপ বাতিল ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ	০৬
১৫।	রহিতকরণ ও হেফাজত	০৭
১৬।	অঙ্গীকারনামা	০৮
১৭।	আবেদন পত্রের নমুনা	০৯
১৮।	চেক লিস্ট	১০
১৯।	প্যানাফ্লেক্স	১১

খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা-২০২৪

Rules of Business, 1996 এর Rule 4(ix)(a) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, খাদ্যশস্যের বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতির প্রবণতা রোধ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা (Price Support) দেয়া এবং বাজার দর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে Public Food Distribution System (PFDS) এর আওতায় খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের নিম্নরূপ নীতিমালা জারি করলো, যথা:

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।

ক) এই নীতিমালা "খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা, ২০২৪" নামে অভিহিত হবে।
খ) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। কর্মসূচির পরিধি।

ক) খোলা বাজারে চাল ও আটা (গম পেষণ করে) বিক্রির এলাকা/আওতা, পরিমাণ, শুরুর সময় ও মূল্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে খাদ্য অধিদপ্তর ওএমএস এর আওতায় চাল ও আটা বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সরকার প্রয়োজনবোধে ডিলার সংখ্যা এবং এ কার্যক্রমের আওতা/পরিধি হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে;
খ) ওএমএস কার্যক্রম ট্রাকসেল/দোকান সকাল ৯ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত চলমান থাকবে। ডিলার সকাল ৯ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত দোকান/ ট্রাক সেল খোলা রাখবেন। তবে নির্ধারিত সময়ে আটা ও চাল বিক্রি শেষে অবশিষ্ট যে পরিমাণ আটা ও চাল থাকবে তা ট্যাগ অফিসার যাচাই করবেন। যাচাই এর পর রেজিস্টারে ডিলার স্বাক্ষর করবেন এবং ট্যাগ অফিসারকে মালামালের হিসাব বুঝিয়ে দিবেন।

৩। ওএমএস এর উপকারভোগী :

বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক বিশেষত: নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী ওএমএস এর উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৪। পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান।

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরীতে (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিভাগীয় সদরে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের তত্ত্বাবধানে জেলা সদরে এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সদরে ও জেলা/উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম গঠন করে এ কার্যক্রম পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
খ) দোকান, ট্রাক ও অস্থায়ী কেন্দ্রে ডিলারের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। বিক্রয় কেন্দ্রের স্থান সংশ্লিষ্ট ওএমএস কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। বিক্রয় কেন্দ্রের অবস্থান ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে;
গ) খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর/স্থানীয় প্রশাসন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওএমএস ডিলারদের কার্যক্রম তদারকি করতে পারবেন;
ঘ) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ওএমএস কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও তদারকি করবেন।

৫। ওএমএস ডিলারের যোগ্যতা।

ক) বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্ত ১৮ বছরের উর্ধ্বে যে কোনো নাগরিক আবেদন করতে পারবেন;

খ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্সধারী হতে হবে;

গ) খাদ্যশস্যের লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ী হতে হবে;

ঘ) ওএমএস ডিলারের কমপক্ষে ০৩(তিন) মে. টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উপযোগী সংরক্ষণাগার থাকতে হবে;

ঙ) মালামালের হিসাব সংরক্ষণের সক্ষমতা থাকতে হবে;

চ) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে (ট্রাকে/দোকানে) খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে হবে;

ছ) খাদ্য অধিদপ্তরের কোনো ডিলার/মিলার/ঠিকাদার পূর্বে শাস্তিপ্রাপ্ত, কালো তালিকাভুক্ত বা যেকোনো অনিয়মের কারণে ডিলারশিপ বাতিল হলে তিনি ওএমএস ডিলারের জন্য আবেদন করতে পারবেন না;

জ) খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো পরিবহন ঠিকাদার, শ্রম ঠিকাদার, মিলার ও খাদ্যবান্ধব ডিলার হিসাবে কর্মরত কোনো ব্যক্তি/তাঁর উপর নির্ভরশীল কেউ এ কার্যক্রমের ডিলার হতে পারবেন না;

ঝ) প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারি/জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবেন না;

ঞ) কোনো ব্যক্তি ডিলারশিপ প্রাপ্ত হলে "নিজ ডিলারশিপ ব্যতীত অন্য কোন ডিলারের প্রতিনিধিত্ব করবেন না" মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে; এর ব্যত্যয় হলে উভয় ব্যক্তির ডিলারশিপ বাতিল হবে;

ট) ওএমএস ডিলার লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয়;

ঠ) ওএমএস ডিলার অথবা তার প্রতিনিধির স্মার্ট ফোন/তথ্য সংগ্রহের ইলেক্ট্রনিকস ডিভাইস থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাপস ব্যবহারে সক্ষমতা থাকতে হবে;

ড) খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এ নীতিমালায় নতুনভাবে আবেদন করতে পারবেন। বিদ্যমান ডিলারদের মধ্যে কেউ বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্য বিবেচিত হলে তাঁকে নতুন ডিলার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য বিবেচনা করা যাবে;

৬। চাল ও আটা বিক্রয় প্রক্রিয়া।

(ক) ওএমএস কার্যক্রমে শুক্রবার, শনিবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ চাল ও আটা ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয় করা যাবে। তবে বিক্রয় সম্পন্ন না হলে গ্রাহক লাইনে থাকাকালীন ঐ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে খাদ্যশস্য বিতরণ করা পর্যন্ত নির্ধারিত স্থানে থাকতে হবে। ওএমএস কার্যক্রমে সাপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন, বন্ধের দিন ও দৈনিক বিক্রয়ের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর পুনর্নির্ধারণ করতে পারবেন। সরকার প্রয়োজন মনে করলে সাপ্তাহিক ছুটির দিন বা অন্য ছুটির দিনেও ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে;

খ) জনপ্রতি নির্ধারিত পরিমাণ চাল ও আটা বিক্রয়কালে নির্ধারিত ফরমেটে বাঁধাইকৃত রেজিস্টারে বিক্রিত খাদ্যশস্যের মাস্টাররোল তৈরি করতে হবে;

গ) ডিলারের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে চাল ও আটা বিক্রয় শুরু করতে হবে। তদারকি কর্মকর্তাকে বিক্রয় স্থলে (দোকান/ট্রাকে) দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের বস্তা ও পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিক্রয় আদেশ দিতে হবে। তাছাড়া দিনের বিক্রয় শেষে ডিলার ও তদারকি কর্মকর্তাকে বিক্রিত খাদ্যশস্যের মাস্টাররোল ও মজুত খাদ্যশস্য যাচাই করে রেজিস্টারে স্বাক্ষর করতে হবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর এ বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। কোনো অনিয়ম/ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক অবহিত করতে হবে;

ঘ) দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুত হিসাব মজুত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিদিন বিক্রি শেষে বিকাল ৫ টার পর অবিক্রিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ঘোষণা করে ডিলার লিখিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট তদারকি কর্মকর্তা নিশ্চিত করবেন;

ঙ) ওএমএস কার্যক্রম সমাপ্ত হবার পরও কোনো ডিলারের নিকট উত্তোলিত, কিন্তু অবিক্রিত চাল ও আটা থাকলে তা এ নীতিমালার আওতায় বিক্রির মাধ্যমে নিঃশেষ করতে হবে;

চ) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনবোধে কোনো মহানগর/সিটি কর্পোরেশন/জেলা শহর বা অন্য কোনো শহরে দোকানের পরিবর্তে ট্রাকের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রির জন্য আদেশ দিতে পারবেন;

ছ) ভোক্তাদের ভিড়ে ডিলারের দোকান/ট্রাককে অপরিসর প্রতীয়মান হলে বা অন্য কোনো কারণে প্রয়োজন হলে নিকটবর্তী কোনো প্রশস্ত খোলা জায়গায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অস্থায়ীভাবে নির্মিত কাঠামোতে চাল ও আটা বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

জ) প্রয়োজন বিবেচনায় সরকার সময়ে সময়ে ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্র সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি ও এলাকার বন্টন আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারবে। এছাড়া বিক্রয়ের জন্য চাল/আটার পরিমাণ কম/বেশি নির্ধারণ করতে পারবে;

৭। চাল ও আটা উত্তোলন।

ক) চাল ও আটা উত্তোলনের জন্য ডিলারকে চাহিদাপত্র দেয়ার সময় আগের দিনের অবিক্রিত খাদ্যশস্য (যদি থাকে) সমন্বয় করে পরবর্তী দিনের চাহিদাপত্র তৈরি করতে হবে;

খ) প্রতিটি দোকান ডিলার সর্বোচ্চ ২(দুই) দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্য একসঙ্গে উত্তোলন করতে পারবেন;

গ) বিক্রয় দিনের খাদ্যশস্যের মূল্য (পরিচালন ব্যয় ব্যতীত) কমপক্ষে একদিন পূর্বে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে চাল/আটা উত্তোলন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে চালান ভেরিফিকেশন করে নিশ্চিত হয়ে ডিও ইস্যু করতে হবে;

ঘ) সরকারি গুদাম হতে খাদ্যশস্য সরবরাহকালে চাল/আটার নমুনা গ্রহণ করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা ও ডিলারের যৌথ স্বাক্ষরে সিলগালাকৃত একটি করে নমুনা গুদামে ও অপরটি ডিলারের নিকট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

ঙ) ডিলার নিজেই খাদ্যশস্য উত্তোলন করবেন এবং ওএমএস উপকারভোগীদের নিকট বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সরকার প্রয়োজনে খাদ্যশস্য উত্তোলনের অন্যরূপ আদেশ দিতে পারবে;

৮। বিক্রয় কেন্দ্রের পরিচিতি।

ক) ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্র সহজে চিহ্নিতকরণের জন্য দোকান/ট্রাকে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ ফুট X ৩ ফুট) ঝুলাতে হবে (পরিশিষ্ট- 'ঘ' অনুযায়ী)। ব্যানারে প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও ডিলারের মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে;

খ) ওএমএস বিতরণ কার্যক্রমের যে কোন অভিযোগ জানানোর জন্য হটলাইন নম্বর ১৬১৫৫ ও ৩৩৩ ব্যানারে উল্লেখ থাকতে হবে;

গ) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য ডিলার নিজ খরচে বিক্রয় কেন্দ্রের আশেপাশে প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার (মাইকিং ও অন্যান্য) ব্যবস্থা করবেন, যা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।

৯। মনিটরিং।

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ওএমএস এর জন্য উত্তোলিত ও বিক্রিত চাল/আটা এর হিসাব মনিটরিং এর জন্য নিজ নিজ কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলবেন। এসব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে ডিলার সংখ্যা, খাদ্যশস্যের উত্তোলিত ও বিক্রয়ের পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি টেলিফোন/ই-মেইলে/Online Apps এ ঐ দিন সন্ধ্যা ৭.০০ টার মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এন্ড মনিটরিং (এমআইএসএন্ডএম) বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমন্বিত প্রতিবেদন ঐ দিন রাতেই কিংবা পরবর্তী দিবসে সকাল ১০.০০ টার মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল এ প্রেরণ করতে হবে;

খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সাধারণত সকাল ৯.০০ টা হতে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। তবে প্রত্যাশিত তথ্য এমআইএসএন্ডএম বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে না জানানো পর্যন্ত তা বন্ধ করা যাবে না;
গ) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম ওএমএস কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন;

১০। ডিলার সংখ্যা ও নিয়োগ।

ক) এ নীতিমালার আওতায় সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সদর, উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক ডিলার নিয়োগ করা যাবে;
খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব ও দারিদ্র্য বিবেচনায় নিয়ে ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্র সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। সংখ্যা নির্ধারণে বড় বড় হাট-বাজার, শ্রমঘন ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা/স্পটে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিলার নিয়োগ করতে হবে;
গ) এলাকাভিত্তিক বিক্রয় কেন্দ্র ও ডিলারের সংখ্যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে;
ঘ) লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও যোগ্যতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ডিলার নির্বাচন করতে হবে;
ঙ) সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য সচিব খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ আদেশ জারি করবেন;
চ) ঢাকা মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদর, উপজেলা সদর ও সদর বহির্ভূত পৌরসভা এবং উপজেলা সদরে নির্ধারিত সংখ্যক কেন্দ্রের বিপরীতে ডিলার সংখ্যা ঠিক রেখে সংশ্লিষ্ট কমিটি ভোক্তাদের প্রয়োজনে মহানগর ও সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থান, জেলা সদর পৌরসভা, উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভা ও উপজেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে ডিলার নিয়োগের জন্য এলাকা নির্বাচন করবে;
ছ) ওএমএস ডিলারের লাইসেন্স এর মেয়াদ হবে ০৫ (পাঁচ) বছর। প্রতি বৎসর অন্তর নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে ডিলার লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্মকর্তাই লাইসেন্স নবায়ন করবেন।
জ) এস.আর.ও নং ২৬৫-আইন/২০২৪ অনুযায়ী মহানগর/বিভাগীয় শহর/জেলা শহর/'ক' শ্রেণির পৌরসভা এর ক্ষেত্রে ওএমএস এর লাইসেন্স ফি অফেরতযোগ্য এককালীন ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা এবং নবায়ন ফি প্রতি বছরের জন্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকা। উপজেলা/ইউনিয়ন/ অন্যান্য পৌরসভা এর ক্ষেত্রে ওএমএস এর লাইসেন্স ফি অফেরতযোগ্য এককালীন ১,০০০ (এক হাজার) টাকা এবং নবায়ন ফি প্রতি বছরের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা। লাইসেন্স এর মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ০১ (এক) মাস পূর্বে নবায়ন করতে হবে। এস.আর.ও অনুযায়ী লাইসেন্স ফি পরিবর্তন হলে এ সংক্রান্ত নির্ধারিত ফিও পরিবর্তিত হবে;
ঝ) লাইসেন্স এর মেয়াদ হবে ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। ১ জুন থেকে লাইসেন্স নবায়ন শুরু হবে এবং ৩০ জুন শেষ হবে। কোনো ডিলার নির্দিষ্ট সময়ে লাইসেন্স নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত ১,০০০ (এক হাজার) টাকা দিয়ে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন। ৩১ জুলাই এর মধ্যে নবায়ন করা না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিলারের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। নবায়ন যখনই হোক না কেন লাইসেন্স এর মেয়াদ ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। প্রথমবার লাইসেন্স ইস্যু কার্যক্রম যে তারিখেই সমাপ্ত হোক না কেন ১ম বছরের মেয়াদ শেষ হবে ৩০ জুন;
ঞ) ওএমএস ডিলারশিপ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট-খ) অনুযায়ী আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসে অফেরতযোগ্য ৫০০ (পাঁশত) টাকার বিনিময়ে পাওয়া যাবে। ডিলার নিয়োগকালে ডিলারের নিকট হতে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে। ওএমএস কার্যক্রম শেষে কোন দায়-দেনা বা ত্রুটি না থাকলে এ জামানত ডিলারকে ফেরত দিতে হবে। দায়-দেনা বা ত্রুটি থাকলে হারাহারি মতে মূল্য নির্ধারণ করে উক্ত জামানত থেকে সমন্বয় করে অবশিষ্ট টাকা ডিলারকে ফেরত দিতে হবে। এতদব্যতীত অঙ্গীকারনামায় উল্লিখিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে;

১১। ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু।

ওএমএস ডিলারের ইস্যুকৃত লাইসেন্স হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করতে হবে। উক্ত জিডির কপি এবং ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু ফি এস.আর.ও নং ২৬৫-আইন/২০২৪ অনুযায়ী মহানগর/বিভাগীয় শহর/জেলা শহর/'ক' শ্রেণির পৌরসভা এর ক্ষেত্রে ৪০০ (চারশত) টাকাসহ প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং উপজেলা/ইউনিয়ন/ অন্যান্য পৌরসভা এর ক্ষেত্রে ২০০ (দুইশত) টাকাসহ সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে। প্রধান নিয়ন্ত্রক ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/ সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রাপ্ত আবেদন ও নির্ধারিত ফি জমার প্রেক্ষিতে ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করবেন।

১২। নিম্নোক্ত কমিটি স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ওএমএস-এর খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় কেন্দ্র ও ডিলার নির্বাচনের সুপারিশ করবে।

(১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন:

১।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	-----	সভাপতি
২।	খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৩।	সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা	-----	সদস্য
৪।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা	-----	সদস্য
৫।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	-----	সদস্য-সচিব

(২) চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ মহানগর/বিভাগীয় কমিটি :

১।	বিভাগীয় কমিশনার	-----	সভাপতি
২।	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৩।	উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৪।	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মাননীয় মেয়র/প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৫।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (বিভাগীয় সদর)	-----	সদস্য
৬।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	----	সদস্য-সচিব

(৩) জেলা কমিটি:

১।	জেলা প্রশাসক	-----	সভাপতি
২।	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র/প্রশাসক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	পুলিশ সুপার/পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি	------	সদস্য
৫।	সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	--------	সদস্য
৬।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-----	সদস্য-সচিব।

(৪) উপজেলা কমিটি :

১।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-----	সভাপতি
২।	উপজেলা পরিষদের মনোনীত প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৩।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	----	সদস্য
৪।	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-----	সদস্য
৫।	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র/প্রশাসকের প্রতিনিধি/সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-----	সদস্য
৬।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-----	সদস্য-সচিব

(৫) শ্রমঘন এলাকার কার্যক্রম:

সরকার শ্রমঘন এলাকায় ওএমএস কর্মসূচি পরিচালনা করলে উপজেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি, জেলা সদরের ক্ষেত্রে জেলা কমিটি এবং মহানগরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

***(সকল কমিটির ক্ষেত্রে সভাপতি ব্যতীত অন্যূন ৫০% সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে)**

১৩। কমিটিসমূহের কার্যপরিধি।

(ক) জনবহুল ও দরিদ্র মানুষের ঘনবসতি বিবেচনায় নিয়ে বিক্রয় কেন্দ্রর স্থান নির্বাচন করে তা অনুমোদনের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করবেন;

(খ) কমিটির সদস্য সচিব, চেক লিস্ট (পরিশিষ্ট-গ) অনুযায়ী আবেদনকারীর তথ্যাদি যাচাই বাছাই করবেন। কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক ডিলার নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হলে নির্বাচিত আবেদনকারীগণকে ডিলার হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য সচিব তাঁর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করবেন। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর প্রস্তাব প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে ডিলার নিয়োগের প্রস্তাব নিষ্পত্তি করবেন;

(গ) কোনো কারণে নিয়োজিত ডিলারশিপ বাতিল হলে বা কোনো ডিলার কাজে আগ্রহী না হলে বা অন্য কোনো কারণে ডিলারশিপ পরিচালনা করা সম্ভব না হলে, সেখানে দ্রুত নতুন ডিলার নিয়োগের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করবেন;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কমিটি নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে ওএমএস কার্যক্রম সার্বিক মনিটরিং করবেন।

(ঙ) ওএমএস ডিলারের কার্যক্রমে অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা কমিটি ওএমএস ডিলারের লাইসেন্স এর কার্যক্রম স্থগিত করে বাতিলের জন্য সুপারিশ করে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করবেন। অনিয়মের সাথে জড়িত ডিলারের লাইসেন্স খাদ্য অধিদপ্তর থেকে বাতিল করা হবে।

(চ) বিভাগীয় পর্যায়ে ডিলারের অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ডিলারের ডিলারশিপ বিভাগীয় কমিটি সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে বাতিল করবে এবং বাতিলের বিষয়টি মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবে।

১৪। ডিলারশিপ বাতিল ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ক) এ নীতিমালার ও অঙ্গীকারনামার (পরিশিষ্ট-ক) কোনো শর্ত লংঘন করলে বা দেশের প্রচলিত কোনো আইন অমান্য করলে, ডিলারশিপ বাতিল করা যাবে এবং অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা যাবে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা দায়ের করা যাবে।

(খ) ওএমএস ডিলার তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য কোনো যৌক্তিক কারণ ব্যতিত যথাসময়ে উত্তোলন না করলে তার ডিলারশিপ বাতিল/জামানত বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

(গ) খাদ্যশস্য আত্মসাৎ বা মাস্টাররোল ও মজুত রেজিস্টার থেকে বাড়তি/ঘাটতি হলে উক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্যের অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে আদায়যোগ্য হবে এবং ডিলারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা যাবে;

(ঘ) ডিলারগণ সময় মত দোকান না খুললে/ভোক্তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে/নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত বিক্রি করলে/নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করলে, ওজন/পরিমানে কম দিলে, যথাযথ ব্যানার দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গানো না হলে এবং পরিদর্শন ও মজুত রেজিস্টার, ডিও, বরাদ্দ আদেশ, চাল/আটার ভাউচার সংরক্ষণ না করাসহ বিবিধ অনিয়মের জন্য ডিলারের কার্যক্রম স্থগিত করা যাবে;

(ঙ) ওএমএস কার্যক্রম চলাকালীন ডিলার/তাঁর প্রতিনিধি নির্ধারিত ওএমএস কেন্দ্রে উপস্থিত না থাকলে ডিলারশিপ কার্যক্রম স্থগিত করা যাবে।

(চ) ওএমএস কার্যক্রম চলমান থাকাকালে কোনো কারণে ডিলারশিপ বাতিল/স্থগিত/কোনো ডিলার খাদ্যশস্য উত্তোলনে ব্যর্থ হলে উপকারভোগীদের স্বার্থে কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে পার্শ্ববর্তী বিক্রয় কেন্দ্রের ডিলারকে দিয়ে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে;

(ছ) কোনো ডিলার একনাগারে ১৫ (পনেরো) দিন খাদ্যশস্য উত্তোলনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উক্ত ডিলারের বিপরীতে ক্রমিক নম্বর ১০ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কমিটি নতুন ডিলার নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে। নতুন ডিলার নিয়োগ না পাওয়া পর্যন্ত ক্রমিক নম্বর ১৪ (চ) অনুযায়ী ওএমএস এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।

(১) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৭ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩২.০০১.১৫.১৩৯ নম্বর স্মারকে জারিকৃত "খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা, ২০১৫" এতদ্বারা বাতিল করা হল।

(২) খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত ডিলারের মাধ্যমে ওএমএস নীতিমালা ২০২৪ অনুযায়ী ডিলার নিয়োগ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

(৩) সরকার প্রয়োজনে এ নীতিমালার অধীন দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় (বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চল, উপকুলীয় দ্বীপসমূহ, চর অঞ্চল, হাওড় এলাকা ও পার্বত্য এলাকার বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়ছড়ি পার্বত্য জেলার যে কোনো এলাকায়) ওএমএস এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে এবং এ নীতিমালার যে কোনো অংশ যে কোনো সময়ে সংশোধন/পরিবর্তন/ পরিমার্জন করতে পারবে।

০৭.১০.২০২৪

(মোঃ মাসুদুল হাসান)
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর : ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০১.২০.২০২

তারিখ : ২২ আশ্বিন ১৪৩১
৭ অক্টোবর ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা;
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল);
৪। যুগ্মসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
৫। উপসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
৬। জেলা প্রশাসক (সকল);
৭। সেস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য মন্ত্রণালয়;
৮। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
১০। সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়

৭/১০/২০২৪

(কুল প্রদীপ চাকমা)
উপসচিব (সরবরাহ-১)
ফোন : ০২৯৫১৪৬১৬
ইমেইল: dssupply1@mofood.gov.bd

পরিশিষ্ট- ক

অঙ্গীকারনামা

আমি..

পিতা/স্বামী..

মাতা .... ইউনিয়ন.................................... ওয়ার্ড নং.....................

ঠিকানা..মোবাইল নম্বর...

ওএমএস ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ওএমএস খাতে চাল/আটা বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবো;

২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোনো সময়, যে কোনো ধরণের এবং যে কোনো পরিমাণের খাদ্যশস্য/খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ করতে পারবে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোনো অবস্থাতেই আমি কোনো প্রকার আপত্তি করবো না;

৩) আমার নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে/দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী প্যানাপ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ ফুট/৩ফুট) ঝুলাতে বাধ্য থাকবো এবং প্যানাপ্লেক্স (লাল রং) ব্যানারে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ (সাদা রং) থাকবে;

৪) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের আশেপাশে প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করবো;

৫) নির্দেশিত সময়ে চাল/আটা বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব/ট্রাকযোগে নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে হাজির থাকবো;

৬) আমার অনুকূলে বরাদ্দকৃত চাল/আটার হিসাবপত্র সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ভোক্তাওয়ারি মাস্টাররোল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবো, একটি মজুত রেজিস্টার পরিচালনা করবো এবং একটি পরিদর্শন রেজিস্টার রাখবো;

৭) কোনো অবস্থাতেই আমি কোনো প্রকার অনিয়ম/কারচুপি করবো না; যে কোনো অনিয়মের জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হবো;

৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বরাদ্দকৃত মালামাল পরিদর্শনের জন্য ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবো;

৯) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করবো এবং দোকান/খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত স্থানে বিক্রয় করার জন্য মজুত রাখবো;

১০) জনসাধারণের স্বার্থে দোকান/ট্রাকযোগে খোলাবাজারে চাল/আটা বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোনো প্রকার নির্দেশ জারি করলে তা আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকবো;

১১) বরাদ্দকৃত মালামাল বিতরণে অনিয়ম বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে (দন্ডমূলক হারে পূর্বের জমা মূল্য বাদে) অর্থ সরকারি খাতে জমা দিতে আমি বাধ্য থাকবো। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য দন্ডমূলক হারে আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবে;

১২) নিজ ডিলারশিপ ব্যতীত অন্য কোনো ডিলারের প্রতিনিধিত্ব/খাদ্যসশ্য উত্তোলন করবো না; এবং

১৩) এই অঙ্গীকারনামার কোনো শর্ত/শর্তাবলি ভঙ্গ করলে কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার জামানত সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবে এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশিপ বাতিল বা কালোতালিকাভুক্ত করতে পারবে।

ডিলারের স্বাক্ষরঃ..

ডিলারের নামঃ...

ডিলারের ঠিকানাঃ..

সাক্ষী-১	সাক্ষী-২
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর: ....
নাম:	নাম: ....
ঠিকানা:......................................	ঠিকানা:......................................
মোবাইল নম্বর:..............................	মোবাইল নম্বর:..............................

আবেদন পত্রের নমুনা

বরাবর

১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক

২। প্রধান নিয়ন্ত্রক
ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
৩। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

৪। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

বিষয় : ওএমএস ডিলারশীপ প্রাপ্তির আবেদন।

মহোদয়,

আমি একজন খাদ্যশস্যের লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ী। আমার দোকানে/গুদামে .... মে.টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান রয়েছে। ওএমএম এর আওতায় সরবরাহকৃত খাদ্যশস্য বিক্রয়ের নিমিত্ত ডিলারশিপ প্রাপ্তির জন্য ফুড গ্রেইন লাইসেন্স এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করে দাখিল করলাম। দাখিলকৃত তথ্যাদি সত্য ও নির্ভুল। আমি ওএমএস নীতিমালা-২০২৪ এর সকল নিয়ম ও সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে মেনে চলবো।

ক)	আবেদনকারীর নাম :				
খ)	পিতা/স্বামী/স্ত্রীর নাম :				
গ)	মাতার নাম :				
ঘ)	জন্ম তারিখ :				
ঙ)	স্থায়ী ঠিকানা :				
চ)	প্রতিষ্ঠানের নাম :				
ছ)	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :				
জ)	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :				
ঝ)	ইমেইল/মোবাইল নম্বর:				
ঞ)	পরিবারের অপর সদস্যের নামে ওএমএস ডিলারশীপ/মিল আছে কি-না? থাকলে তার স্পষ্ট বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।		হ্যাঁ	না	তার সাথে সম্পর্ক (যদি থাকে)
ট	ডিলারশীপ ও স্বত্বাধীকারীর নাম এবং প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :				

নিবেদক-

তারিখ:

(নাম:---------------------------)
মোবাইল নম্বর:

সংযুক্তি:

০১। পাসপোর্ট সাইজের ০২(দুই) কপি ছবি।
০২। ফুডগ্রেইন লাইসেন্স এর ফটোকপি।
০৩। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র।
০৪। দোকানের মালিকানা/ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্রের ফটোকপি।
০৫। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি।
০৬। নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি।
০৭। অঙ্গীকারনামা।

পরিশিষ্ট-গ

চেক লিস্ট

ক্রম	বিবরণ
১	আবেদনকারীর পরিচয়: নাম: পিতার নাম: মাতার নাম: ঠিকানা:
২	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স: (যে এলাকায় ওএমএস ডিলারের জন্য আবেদন করা হবে সে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স)
৩	ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদপত্র:
৪	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/ দোকানের অবস্থান, ধরণ (পাকা, আধাপাকা, কাঁচা ইত্যাদি) ও ধারণক্ষমতা:
৫	দোকানের মালিকানা: (নিজস্ব দোকান হলে মালিকানার কাগজপত্র এবং ভাড়ায় দোকান হলে দোকান ভাড়ার চুক্তিপত্র)
৬	জাতীয় পরিচয়পত্র:
৭	খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত/বারিত কিনা?
৮	খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাধীন কোন কার্যক্রমের সাথে নিজে/নিয়ন্ত্রনাধীন কেহ সংশ্লিষ্ট কিনা?
৯	আবেদনকারী সরকারি চাকরিজীবী/জনপ্রতিনিধি কিনা?

পরিশিষ্ট- ঘ

সরকার কর্তৃক পরিচালিত

ওএমএস ট্রাকসেল/দোকান

(ক) চাল: প্রতিকেজি .... টাকা, জনপ্রতি.......................... কেজি (সর্বোচ্চ)

(খ) আটা: প্রতিকেজি .... টাকা, জনপ্রতি..................... কেজি (সর্বোচ্চ)

এই কেন্দ্রে আজকের বরাদ্দ: চাল ....মে.টন, আটা .... মে.টন

পরবর্তী বিক্রয় দিবস:- রোজ ....বার, তারিখ: ....খ্রি.।

ডিলারের নাম :................
কেন্দ্রের ঠিকানা:............
মোবাইল নম্বর ....

অভিযোগ জানাতে:............

বাস্তবায়নে: খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়।